ইউরো একাদশ

লিখেছেন **নোমান মোহাম্মদ**

কাজটা কঠিন। ইউরোর সেরা একাদশ নির্বাচনের কাজটা নিঃসন্দেহে কঠিন। এই কঠিন কাজটা বিভিন্নজন করেছেন বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে। বেশির ভাগই ছুটেছেন নামের পেছনে। সে ক্ষেত্রে বিখ্যাতদের কাছে ম্লান হয়ে গেছে এবারের টুর্নামেন্টের আবিষ্কাররা।

সাপ্তাহিক ২০০০-এর পথচলাটা একটু ভিন্ন। স্বতন্ত্র। আমরা সেরা একাদশ নির্বাচন করেছি ফর্মের বিচারে। এবারের ইউরোর ফর্মের ওপর ভিত্তি করে ১১ পজিশনে ১১ জন সেরা খেলোয়াড় নিয়েছি আমরা। আশা করছি, এই একাদশকে হারাতে পারবে না চ্যাম্পিয়ন গ্রিসও।

গোলরক্ষক : ডাচ গোলরক্ষক ভ্যান ডার সার, চেকের পিটার চেক ও গ্রিসের অ্যান্টোনিওস নিকোপোলিডিসকে টপকে এই একাদশে জায়গা করে নিয়েছেন পর্তুগালের রিকার্ডো। অভিজ্ঞ ভিতর বাইয়ার স্থলে কোচ স্কলারি তাকে দলে নিয়েছিলেন। সে আস্থার প্রতিদানে তিনি পুরো টুর্নামেন্টে ধারাবাহিকভাবে ভালো খেলেছেন। সেমিতে পেনাল্টি ঠেকানোর পাশাপাশি পেনাল্টিতে গোল করে তো জাতীয় হিরো বনে যান। বাকি তিন গোলরক্ষককে সামান্য ব্যবধানে পেছনে ফেলে আমাদের সেরা একাদশে তাই রিকার্ডোর অবস্থান।

সেন্ট্রাল ডিফেন্স : সোল ক্যাম্পবেল, জর্জ আন্দ্রাদে, ইয়াপ স্ট্যামরা পেছনে পড়ে গেছেন। এদের জায়গায় একেবারেই অখ্যাত ট্রেইনস ডেলাস থাকবেন আমাদের একাদশে। ঠান্ডা মাথার এই গ্রিক ডিফেন্ডার বাতাস-মাটিতে সমান দক্ষ। সেমিতে দলের সিলভার গোলটিও তার করা। পুরো টুর্নামেন্টে

১. উল্লসিত পর্তুগীজ গোলরক্ষক রিকার্ডো
২. সেন্ট্রাল ডিফেন্সে ফরোয়ার্ডদের আতঙ্ক ডেলাস (ডানে)
৩. ডেলাসের সঙ্গী পর্তুগালের তর ণ রিকার্ডো কারভালহো
৪. রক্ষণভাগে ইটালির একমাত্র প্রতিনিধি জিয়ানলুকা জামব্রোত্তা (ডানে)

প্রতিপক্ষের ফরোয়ার্ডদের তিনি যেভাবে সামলেছেন, তাতে ডেলাসকে এই একাদশে না রাখলে অন্যায় করা হবে।

সেন্ট্রাল ডিফেন্স : রিকার্ডো কারভালহোকে চেনেন? এখন হয়তো চেনেন, কিন্তু ইউরোর শুরুতে? যারা ফুটবলের নিয়মিত দর্শক তারা কিন্তু এফসি পোর্তোর এই দীর্ঘদেহী ডিফেন্ডারকে ঠিকই চিনতেন। পর্তুগালের প্রথম ম্যাচে তিনি ছিলেন একাদশের বাইরে। কোচের প্রথম পছন্দ ছিল বহু যুদ্ধের সৈনিক ফার্নান্দো কুটো। কিন্তু প্রথম ম্যাচে তিনি ভালো না খেলায় কপাল খুলে যায় কারভালহোর। দ্বিতীয় ম্যাচ থেকে তিনি পরিণত হন পর্তুগালের ডিফেন্সের হৃদপিন্ড হিসেবে। আমাদের একাদশে কারভালহোর বিকল্প নেই।

রাইট মিডফিল্ডে খেলবেন ক্যারেল পোরবস্কি

রাইটব্যাকে আমাদের পছন্দ গ্রীক গিওরকাস

ইউরো'র সেরা ট্যাকলার ও সেরা খেলোয়াড় গ্রীসের অধিনায়ক থিওডোরোস জাগারোকিস

রাইট ব্যাক : পর্তুগালের মিগুয়েলকে দলে নেয়া যেতো। ইংল্যান্ডের গ্যারি নেভিল, নেদারল্যান্ডসের মাইকেল রাইজেগারও দাবিদার ছিলেন। কিন্তু এদের টপকে সাপ্তাহিক ২০০০-এর একাদশে গিওরকাস সেইটারিডিস। অন্য কোনো কারণে নয়, ফ্রান্সের থিয়েরে অঁরি ও চেকের মিলান বারোসকে কোয়ার্টার ও সেমিফাইনালে তিনি যেভাবে 'বোতলভূত' বানিয়ে রেখেছিলেন, সেটা প্রশংসনীয়। ম্যান মার্কিংয়ের অসাধারণ ক্ষমতার জন্য তিনিই আমাদের প্রথম পছন্দ।

লেফট্ ব্যাক : ইংল্যান্ডের অ্যাশলে কোল, চেকের মারেক জানকুলভস্কিকে পেছনে ফেলে আমাদের একাদশে ইটালির একমাত্র প্রতিনিধিত্বকারী জিয়ানলুকা জামব্রোত্তা। দল

নিজ পজিশনে প্রতিদ্বন্দ্বীহীন পাভেল নেদভেদ

প্রথম রাউন্ডের গন্ডি পেরোতে না পারলেও জামব্রোত্তা তার 'ক্লাস' ঠিকই দেখিয়েছেন।

ডিফেন্সিভ মিডফিল্ড : এবারের ইউরোর উদ্বোধনী ও সমাপনী ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় পুরো টুর্নামেন্টেরই সেরা খেলোয়াড়। গ্রিসের অধিনায়ক থিওডোরোস জাগারোকিসের জন্য এবারের ইউরো কেটেছে সত্যিই স্বপ্নের মতো। জিদান, ফিগোরা প্রতিপক্ষ দলে থাকার পরও ম্যাচের মিডফিল্ডের দখল সব সময় রেখেছেন জাগারোকিস। হার্ড ট্যাকলিংয়ে দুর্দান্ত। বল ডিস্ট্রিবিউশনও চমৎকার। আমাদের একাদশে তিনি তাই 'অবভিয়াস্ চয়েস', ডাচ

ডায়নামো এডগার ডাভিডসকে সামান্য ব্যবধানে পেছনে ফেলে। আমাদের এই একাদশের অধিনায়কও জাগারোকিস। কেননা ইউরো জয়ী গ্রীস দলের অধিয়নায়কও যে তিনি।

রাইট মিডফিল্ড : লুই ফিগো সেমিতে যে 'ক্ল্যাসিক' খেলা দেখিয়েছেন, সেটা ফাইনালে ধরে রাখতে পারলে এই একাদশে তিনিও থাকতেন। রোনাল্ডোর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। কিন্তু আমাদের দলে খেলবেন ক্যারেল পোরবস্কি। চেক দল ফাইনালে উঠতে পারেনি। কিন্তু দলের বর্ষীয়ান উইঙ্গার পোরবস্কি টুর্নামেন্ট জুড়ে খেলেছেন অসাধারণ কিংবা অসাধারণের চেয়ে বেশি। তার কাটিং, ডজ, চিপ, শুট সবকিছু এখনো বিশ্বমানের। চ্যাম্পিয়ন এক পারফরমার।

র নী'র ইনজুরি না হলে ইংল্যান্ড যেতে পারতো আরো বহুদুর

লেফট্ মিডফিল্ড : নেদারল্যান্ডসের রুবেন এবারের ইউরোর আবিষ্কার। তার গতি বরাবরই সব রাইট ব্যাককে হিমশিম খাইয়েছে। তবুও তাকে টপকে মূল একাদশে থাকবেন পাভেল নেদভেদ। পুরো চেক দলের প্রতিচ্ছবি। সেমিতে নেদভেদের ইনজুরি পুরো দলকেই পিছিয়ে দিয়েছে। ফলে তারা ব্যর্থ হয়েছে ফাইনালে উঠতে। ইউরোতে নেদভেদ আবারও প্রমাণ করলেন, গত দু'বছর ধরে এই পজিশনে তার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই।

অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার জিদান

অ্যাটাকিং মিডফিল্ড : সম্ভবত সবচেয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ পজিশন। জার্মানির মাইকেল বালাক, ইংল্যান্ডের ফ্রাঙ্ক ল্যামপার্ড, চেকের টমাস রচেস্কি, পর্তুগালের ডেকো- প্রত্যেকেই ইউরোতে ছিলেন আপন নৈপুণ্যে উজ্জ্বল। কিন্তু ঔজ্জ্বল্যে এদেরও ছাড়িয়ে গেছেন জিনেদিন জিদান। শেষ ম্যাচটা ব্যতিক্রম। নইলে প্রথম তিন ম্যাচে জিদান খেলেছেন বিশ্বসেরার মতোই। তার বল কন্ট্রোল ও ডিফেন্স চেরা পাসিংয়ের ক্ষমতা এই একাদশে জিদানের স্থান নিশ্চিত করেছে।

ফরোয়ার্ড : এই পজিশনে খেলবে মাত্র দু'জন খেলোয়াড়। কিন্তু এটা বাছাই করতে গিয়ে হিমশিম খেতে হয়েছে আমাদের। একাদশ থেকে নেদারল্যান্ডসের রুড ভ্যান নিস্টলরয়, গ্রিসের অ্যাঞ্জেলোস চ্যারিস্টিয়াস, সুইডেনের হেনরিক লারসন, ডেনমার্কের জন ডাল টমাস্সনকে বাদ দিতে হয়েছে। সিদ্ধান্তটি ছিলো বড় কঠিন। এদের জায়গায় প্রথম ফরোয়ার্ড হিসেবে দলে নিয়েছি চেক রিপাবলিকের মিলান বারোসকে। সেমিফাইনাল বাদে বাকি চার ম্যাচেই গোল করেছেন বারোস। ৫ গোল করে পেয়েছেন গোল্ডেন বুট। বক্সের ভেতর বারোসের 'ছট্ফটানি' তাকে এবারের ইউরোর সেরা স্ট্রাইকারে পরিণত করেছে।

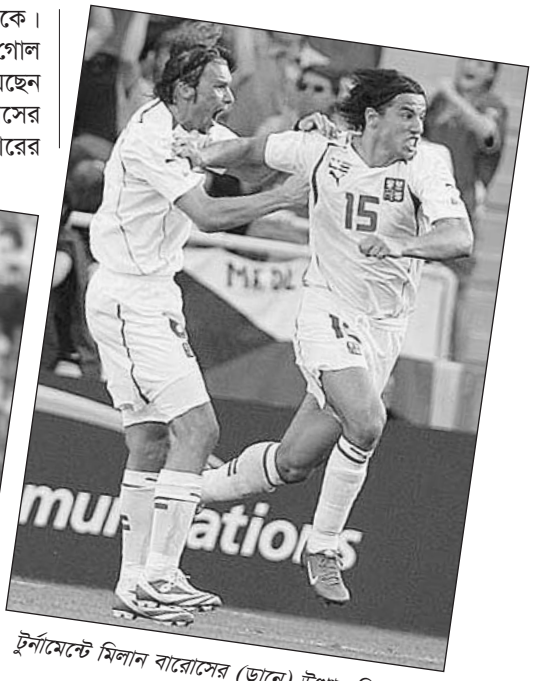

টুর্নামেন্টে মিলান বারোসের (ডানে) উত্থান বিস্ময়কর

ফরোয়ার্ড : মিলান বারোসের স্ট্রাইকিং পার্টনার ইংল্যান্ডের ওয়েইন রুনি। ইউরোতে তিনি যেভাবে খেলেছেন তাতে তাকে বাদ দেবার সব রাস্তাই বন্ধ। মাত্র ১৮ বছর বয়সে তার গতি, পাওয়ার ও স্কিল রুনিকে ইউরোর হট সেনসেশনে পরিণত করে। ইনজুরির কারণে তিনি যদি পর্তুগালের সঙ্গে ম্যাচের মাঝপথে বেরিয়ে না যেতেন, তাহলে খেলার ফলাফল অন্যরকম হতে পারতো।

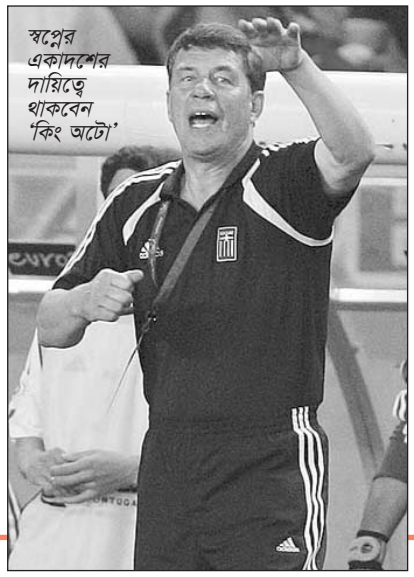

স্বপ্নের একাদশের দায়িত্বে থাকবেন 'কিং অটো'

কোচ : অটো রেহগালই সাপ্তাহিক ২০০০-এর একাদশের কোচ। ইউরোতে ট্যাকটিকস্ কারিশমা হয়তো স্কলারিই বেশি দেখিয়েছেন। কিন্তু চূড়ান্ত সাফল্য রেহগালের। গ্রিসকে চ্যাম্পিয়ন করিয়েছেন 'কিং অটো'। আমাদের এই সর্বজয়ী একাদশের কোচও তাই তিনি।